অ্যাপলের পণ্যে নতুন প্রযুক্তি

অ্যাপলের স্মার্টওয়াচ, অ্যাপল ওয়াচ ব্যবহার করে কোনও মানুষের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার বিষয়টি নতুন নয়। অ্যাপল ওয়াচ ৪-এ ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফি বা ইসিজির সুবিধা আছে। গত বছর বাজারে আসা অ্যাপল ওয়াচ ৬-এ যোগ করা হয়েছে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপার সেন্সর। অ্যাপল ওয়াচের পরবর্তী সংস্করণে এই ধরনের আরও ফিচার যোগ করা হতে পারে। ওই ফিচারগুলি রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং অ্যালকোহলের মাত্রা মাপতে পারবে। একটি ব্রিটিশ স্টার্টআপ এই সব ফিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সেন্সর অ্যাপলকে সরবরাহ করবে। ওই স্টার্টআপ ইতিমধ্যেই অ্যাপলকে বিভিন্ন প্রযুক্তি দিয়েছে। অ্যাপল তাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতাগুলির মধ্যে অন্যতম।

বলাই বাহুল্য, এ ধরনের ফিচার যোগ করা হলে অ্যাপল ওয়াচের আকর্ষণ আরও বাড়বে। তবে এখনও বিষয়টি নিয়ে অ্যাপলের তরফে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এর আগে অবশ্য স্যামসাংয়ের স্মার্টওয়াচে গ্যালাক্সি ওয়াচের নতুন সংস্করণে রক্ত শর্করা মাপার ফিচার থাকবে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়। এমনকি ২০২০ সালে রামন স্পেক্ট্রোস্কপি নামে রক্ত শর্করা মাপার একটি পদ্ধতিও তৈরি করে স্যামসাং। এই পদ্ধতিতে লেসার ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়। এছাড়া কোয়ান্টাম অপারেশনস নামে একটি জাপানি সংস্থা স্পেক্ট্রোস্কপি সিস্টেম বিশিষ্ট একটি স্মার্টওয়াচের প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে। এই স্মার্টওয়াচের সাহায্যে ২০ সেকেন্ডে রক্ত শর্করার মাত্রা নির্ণয় করা যাবে। ২০২২ সালে এই নতুন অ্যাপল ওয়াচ লঞ্চ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, ফের একবার অ্যাপলের ফোল্ডেবল আইফোন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩ সালে এই ফোন লঞ্চ করবে অ্যাপল। খোলা অবস্থায় ফোনের ডিসপ্লের মাপ হবে ৮ ইঞ্চি। এতে কিউএলইডি+ ওএলইডি টাইপ ডিসপ্লে ব্যবহার করা হবে। বর্তমানে বাজারে আসা ফোল্ডেবল ফোনগুলি একবারই ভাঁজ করা যায়। তবে এই ফোনে একাধিকবার ভাঁজ করার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে। অপর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের ফোল্ডেবল ফোনগুলিতে এমন টাচ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যাতে একাধিক ফোল্ড, রোল করার সুযোগ, বড় ডিসপ্লের মতো ফিচার থাকবে।

অ্যাপল ওয়াচ ৬

আসুস জেনফোন ৮

জেনফোন ৮ সিরিজ লঞ্চ করতে চলেছে আসুস। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই ফোন আনার কথা জানিয়েছে তারা। তবে ফোনের ফিচার নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। যদিও এর টিজার থেকে স্পষ্ট, ফোনের ডিসপ্লের ওপরে বাঁদিকে কোনায় সেলফি ক্যামেরার জন্য পাঞ্চ হোল রয়েছে। এই সিরিজের পূর্বসূরি জেনফোন ৭ সিরিজে সেলফি তোলার জন্য ফ্লিপ ক্যামেরা ছিল। এই ফোনের সঙ্গে 'কাজে বড়, মাপে ছোট' ট্যাগলাইন ব্যবহার করছে তাইওয়ানের এই সংস্থা। যা থেকে মনে করা হচ্ছে এই ফোনে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন ৮৮৮ বা ওই মানের কোনও প্রসেসর থাকবে। পাশাপাশি এর ডিসপ্লের মাপ ছোট হলেও ডিসপ্লের রিফ্রেশ রেট বেশি হবে।

এই ফোনের কোন কোন মডেল লঞ্চ হবে তা জানায়নি আসুস। তবে সম্প্রতি একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, জেনফোন ৮ সিরিজে বেস মডেলের সঙ্গে একটি মিনি এবং একটি ফ্লিপ মডেলও লঞ্চ করা হবে। মিনি মডেলে ৫.৯২ ইঞ্চির ডিসপ্লে থাকবে। ডিসপ্লের রিফ্রেশ রেট হবে ১২০ হার্টজ। ডিসপ্লের নীচে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি থাকবে। ফোনের ব্যাটারি ৪,০০০ এমএএইচ। সঙ্গে ৩০ ওয়াটের ফাস্ট চার্জ সাপোর্টও থাকতে পারে। কানেক্টিভিটির জন্য থাকবে টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট। সম্প্রতি সামনে আসা একটি ছবি থেকে মনে করা হচ্ছে মিনি মডেলের পেছনে দুটি ক্যামেরা এবং একটি এলইডি ফ্ল্যাশ থাকবে। আসুস জেনফোন ৮ স্মার্টফোনের মিনি ও বেস মডেলে ১৬ জিবি পর্যন্ত র‌্যাম থাকবে। তবে এর স্টোরেজ নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

রিয়ালমি বাডস কিউ২

বাডস কিউ২ ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারফোনের বিক্রি শুরু করেছে রিয়ালমি। বাডস কিউ সিরিজের এই উত্তরসূরি ইয়ারফোন কালো ও নীল রংয়ে পাওয়া যাচ্ছে। এর প্রতিটি ইয়ারবাড ৫ ঘণ্টা ব্যবহার করা যায়। চার্জিং কেস থেকে আরও ১৫ ঘণ্টা করে চলার মতো চার্জ পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে ২০ ঘণ্টা টানা ব্যবহার করা যায়। রিয়ালমির দাবি, ১০ মিনিট চার্জ দিয়ে প্রতিটি ইয়ারবাড টানা ২ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। গেমারদের কথা মাথায় রেখে এতে লো লেটেন্সি মোড রয়েছে। এই ইয়ারফোনে কথা বলার অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ১০ মিলিমিটারের ডায়নামিক ড্রাইভার রয়েছে। এর সঙ্গেই আছে পলিমার কম্পোজিট ডায়াফ্রাম এবং নতুন বেস বুস্ট+ এনহ্যান্সমেন্ট প্রযুক্তি। এই ইয়রফোনের টাচ কন্ট্রোলের সাহায্যে প্লে-পজ, ফোন ধরা বা কেটে দেওয়া, গেমিং মোড অন-অফ করার মতো কাজ করা যাবে। আকর্ষণীয় করার জন্য এর ইয়ারবাডগুলিতে ক্যালাইডোস্কোপের মতো সারফেস রয়েছে। চার্জিং কেসটি ডিম্বাকার। ব্যাটারির পাওয়ার কতটা আছে তা বোঝানোর জন্য চার্জিং কেসে এলইডি ইন্ডিকেটর আছে।

ভিভো ভি২১ ৫জি

ভারতের বাজারে ভি২১ ৫জি স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে ভিভো। গত বছর অক্টোবরে এই মডেলের পূর্বসূরি ভিভো ভি২০ ভারতে এসেছে। ভি২১ ৫জি মডেলের র‌্যাম ৮ জিবি। তবে স্টোরেজের ক্ষেত্রে ১২৮ জিবি এবং ২৫৬ জিবির দুটি অপশন রয়েছে। মাইক্রো এসডি কার্ডের সাহায্যে স্টোরেজ বাড়ানো যাবে। সাদা এবং নীল ছাড়াও তৃতীয় একটি রংয়ে ফোনটি পাওয়া যাবে। এপ্রিলের শেষে লঞ্চ হলেও এর বিক্রি মে মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ শুরু হবে।

অ্যানড্রয়েড ১১ ভিত্তিক ফানটাচ ওএস ১১.১ রয়েছে ভিভোর এই নতুন ৫জি ফোনে। এতে ৬.৪৪ ইঞ্চির ফুল এইচডি+ ডিসপ্লে আছে। ডিসপ্লের রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ। এতে মিডিয়াটেকের অক্টাকোর ডাইমেনসিটি ৮০০ইউ চিপসেট ব্যবহার করেছে ভিভো। ফোনে মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা আরও ভালো করার জন্য এতে এক্সটেন্ডেড র‌্যাম ফিচার রয়েছে। ফলে এর রমের ৩ জিবি অংশ র‌্যাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফোনের পেছনে তিনটি ক্যামেরা আছে। এর মধ্যে প্রাইমারি সেন্সরটি ৬৪ মেগাপিক্সেলের। এছাড়া ৮ মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শুটার এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স আছে। প্রাইমারি ক্যামেরা সেটআপে এলইডি ফ্ল্যাশ এবং অপটিকাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ফিচার আছে। সেলফি তোলার জন্য এই ফোনে ৪৪ মেগাপিক্সেলের একটিই সেন্সর আছে। এই ক্যামেরাতেও অপটিকাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ফিচার রয়েছে। সেলফির মান বাড়ানোর জন্য ফোনের সামনে দুটি এলইডি ফ্ল্যাশ আছে।

কানেক্টিভিটির জন্য ভিভোর ভি২১ স্মার্টফোনের ৫জি মডেলে ৪জি এলটিই, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ ৫.১, জিপিএস/এজিপিএস এবং একটি টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট আছে। ফোনে অ্যাক্সেলেরোমিটার, অ্যাম্বিয়ান্ট লাইট সেন্সর, গাইরোস্কোপ, ম্যাগনেটোমিটার এবং প্রক্সিমিটি সেন্সরও আছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি ফোনের ডিসপ্লের নীচে অবস্থিত। এই ফোনের ব্যাটারি ৪,০০০ এমএএইচ হলেও ৩৩ ওয়াটের ফাস্টচার্জ প্রযুক্তি রয়েছে।

গার্মিন ভেন্যুর দুই স্মার্টওয়াচ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মিন ভেন্যু ২ এবং ভেন্যু ২এস লঞ্চ করা হয়েছে। এতে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভ্যাল প্রোগ্রাম এবং অ্যাডভান্সড স্ট্রেন্থ ট্রেনিং মোড সহ ২৫টি খেলাধুলাভিত্তিক ওয়ার্কআউট মোড রয়েছে। এটি ব্যবহারকারীকে ফিটনেস উন্নত করার বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এমনকি শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য হেলথ স্ন্যাপশট ফিচার আছে। ভেন্যু ২ স্মার্টওয়াচের ডিসপ্লে ৪.৪ সেন্টিমিটারের। এটি কালো এবং নীল রংয়ের ব্যান্ডে কেনা যাবে।

৪ সেন্টিমিটার ডিসপ্লের ভেন্যু ২এস-এর ক্ষেত্রে কালো, সাদা ও ধূসর রংয়ের ব্যান্ড এবং সোনালি ও রুপোলি রংয়ের ডায়ালের অপশন রয়েছে। দুটি স্মার্টওয়াচেই কর্নিং গোরিলা গ্লাসের নিরাপত্তা সহ অ্যামোলেড ডিসপ্লে রয়েছে। এতে জল প্রতিরোধের জন্য ৫এটিএম সার্টিফিকেশন আছে। ২০০ ঘণ্টা পর্যন্ত তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে এই স্মার্টওয়াচে। কানেক্টিভিটির জন্য ব্লুটুথের পাশাপাশি ওয়াইফাই আছে এতে। এই স্মার্টওয়াচে ৬৫০টি পর্যন্ত গান সংরক্ষণ করা যাবে। বিভিন্ন নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে এতে। এছাড়া মিউজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ফাইন্ড মাই ফোন ফিচার আছে এতে। বিশেষ অ্যাপের সাহায্যে এই স্মার্টওয়াচ ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করা যাবে।

এই দুটি মডেলেই হার্ট রেট, পালস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও স্ট্রেস মাপার সেন্সর রয়েছে। এছাড়া রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, হাইড্রেশন লেভেল, স্লিপ ট্র্যাকিং ইত্যাদি মাপার ফিচার আছে। এতে দৌড়োনো, হাঁটা, সাইক্লিং, সাঁতার কাটা, গলফ খেলা সহ ২৫টি স্পোর্টস মোড আছে। বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কআউটের জন্য পৃথক মোড বেছে নেওয়া যাবে। ব্যাটারি সেভিং মোড অফ থাকলে একবার চার্জে ভেন্যু ২ ১১ দিন এবং ভেন্যু ২এস ১০ দিন ব্যবহার করা যাবে। ভেন্যু ২-এর ওজন ৪৯ গ্রাম। ভেন্যু ২এস ৩৮.২ গ্রাম ভারী।

গ্যালাক্সি বুক ফ্লেক্স ২ আলফা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যালাক্সি বুক ফ্লেক্স ২ আলফা ল্যাপটপ লঞ্চ করেছে স্যামসাং। তবে এর বিক্রি এখনও শুরু হয়নি। গত বছর এর পূর্বসূরি গ্যালাক্সি বুক ফ্লেক্স আলফা লঞ্চ করা হয়। স্যামসাংয়ের এই নতুন ল্যাপটপটি কনভার্টিবল, অর্থাৎ ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেট- দু'ভাবেই ব্যবহার করা যায়। কালো ও সোনালি রংয়ে ল্যাপটপটি পাওয়া যাবে। এতে ১৩.৩ ইঞ্চির কিউএলইডি ফুট এইচডি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে রয়েছে। একাদশ প্রজন্মের ইনটেল কোর আই৫ এবং কোর আই৭ প্রসেসর রয়েছে এমন দুটি পৃথক মডেল লঞ্চ করেছে স্যামসাং। আই৫ মডেলে ৮ জিবি র‌্যাম এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজ ও আই৭ মডেলে ১৬ জিবি র‌্যাম এবং ৫১২ জিবি স্টোরেজ রয়েছে। দুটি মডেলেই এলপিডিডিআরএক্স৪ র‌্যাম এবং এসএসডি স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বডি

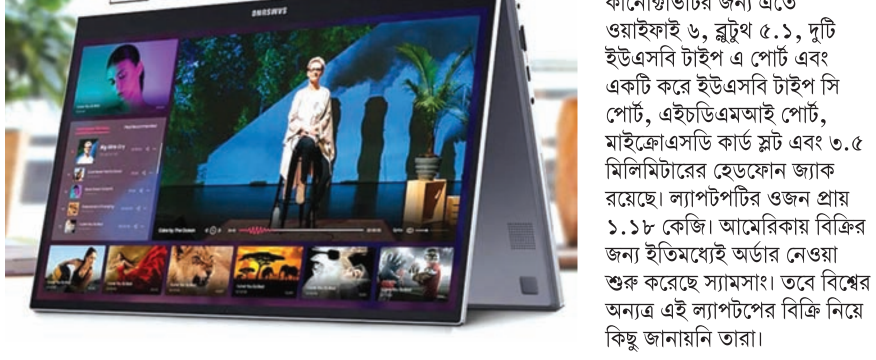

তৈরি হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। এতে ব্যকলিট কিবোর্ড এবং বড় কাচের ট্র্যাকপ্যাড আছে। এছাড়া ৭২০পি ওয়েবক্যাম, ডুয়াল-অ্যারে মাইক্রোফোন এবং ডলবি অ্যাটমস সহ ১.৫ ওয়াটের দুটি স্টিরিও স্পিকার রয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যোগ করা হয়েছে উইন্ডোজ ১০ হোম পরিচালিত এই ল্যাপটপে। কানেক্টিভিটির জন্য এতে ওয়াইফাই ৬, ব্লুটুথ ৫.১, দুটি ইউএসবি টাইপ এ পোর্ট এবং একটি করে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট, মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট এবং ৩.৫ মিলিমিটারের হেডফোন জ্যাক রয়েছে। ল্যাপটপটির ওজন প্রায় ১.১৮ কেজি। আমেরিকায় বিক্রির জন্য ইতিমধ্যেই অর্ডার নেওয়া শুরু করেছে স্যামসাং। তবে বিশ্বের অন্যত্র এই ল্যাপটপের বিক্রি নিয়ে কিছু জানায়নি তারা।

ল্যাপটপ-ট্যাবলেটের উৎপাদন বেড়েছে

করোনাকালে ঘরে থাকতে হচ্ছে জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে। কাজ ও পড়াশোনা মূলত বাড়ি বসেই সারতে হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে বিনোদনের বিষয়টি। এই পরিস্থিতিতে কম্পিউটার (ক্রোমবুক, ডেস্কটপ ও নোটবুক) এবং ট্যাবলেটের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে। ক্রোমবুকের ক্ষেত্রে এইচপি, ডেস্কটপ ও নোটবুকের ক্ষেত্রে লেনোভো এবং ট্যাবলেটের বাজারে অ্যাপল শীর্ষে রয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ১২২ মিলিয়নের বেশি ক্রোমবুক উৎপাদিত হয়েছে, যা আগের বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ২৭৪.৬ শতাংশ বেশি। গত বছর এই সময়ে মাত্র ১২ মিলিয়ন ক্রোমবুক তৈরি করেছিল সংস্থাগুলি। সবচেয়ে বেশি ক্রোমবুক তৈরি করেছে এইচপি। এই সময়ে ৪.৩ মিলিয়ন ইউনিট তৈরি হয়েছে এইচপির কারখানায়, যা গতবারের তুলনায় ৬৩৩.৭ শতাংশ বেশি। লেনোভোর উৎপাদনের সংখ্যা ৩.১ মিলিয়ন। পরের তিনটি স্থানে যথাক্রমে এসার, স্যামসাং এবং ডেল রয়েছে। তাদের উৎপাদনের পরিমাণও ১ মিলিয়নের বেশি।

অন্যদিকে, ট্যাবলেটের উৎপাদন বেড়েছে ৫১.৮ শতাংশ। এ বছর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ৩৯.৭ মিলিয়ন ইউনিট ট্যাবলেট তৈরি করা হয়েছে। তালিকার শীর্ষে থাকা অ্যাপলের উৎপাদন ৫০.৩ শতাংশ বেড়ে ১৫.২ মিলিয়ন হয়েছে। এর মধ্যে নতুন আইপ্যাড এয়ারও রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্যামসাংয়ের উৎপাদন ৫৯.৯ শতাংশ বাড়লেও সংখ্যার বিচারে তা ৮ মিলিয়ন। এছাড়া লেনোভোর ১৩৩.৫ শতাংশ এবং অ্যামাজনের ১৯৭.৯ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে। অন্যদিকে পার্সোনাল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে (ডেস্কটপ এবং নোটবুক) ৬৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে শীর্ষে রয়েছে লেনোভো। ২৪ মিলিয়ন ইউনিট তৈরি করেছে তারা।

অপো এনকো এয়ার

এনকো সিরিজে নতুন ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারফোন আনতে চলেছে অপো। এনকো এয়ার নামে এই ইয়ারফোন সাদা ও কালো রংয়ে পাওয়া যাবে। চলতি সপ্তাহে ইতালির বাজারে এই পণ্য লঞ্চ করা হবে। তবে ভারত সহ বিশ্বের অন্য দেশে এর বিক্রি নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি অপো। এতে ২৪ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে। কানেক্টিভিটির জন্য এই ইয়ারফোনে ব্লুটুথ ৫.২ থাকবে। এছাড়া এতে লো লেটেন্সি মোডও আছে। দুটি ইয়ারবাডে সমানভাবে শব্দ পৌঁছোনোর জন্য এতে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

অপোর এই ইয়ারফোনে অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি রয়েছে। প্রতিটি ইয়ারবাডে থাকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাযুক্ত দুটি মাইক্রোফোন এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থেকে মানুষের গলার স্বর আলাদা করে চেনার ক্ষমতাও রয়েছে এনকো এয়ারের। এর টাচ কন্ট্রোলের সাহায্যে প্লে-পজ, আওয়াজ বাড়ানো-কমানো, ফোন ধরা, ভয়েজ অ্যাসিস্ট্যান্ট চালু করা সহ বিভিন্ন কাজ করা যাবে। এর চার্জিং কেসে ৪৪০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। একবার চার্জ করার পর কেস থেকে ২৪ ঘণ্টা চলার মতো পাওয়ার পাবে ইয়ারবাড দুটি। টানা ১৫ ঘণ্টা কথা বলা যাবে এই ইয়ারফোনে। মাত্র ১০ মিনিট চার্জ দিয়ে এনকো এয়ার ৮ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে।

রিয়ালমি ওয়াচ ২

নতুন স্মার্টওয়াচ রিয়ালমি ওয়াচ ২ লঞ্চ হয়েছে। গত বছর মে মাসে ভারতে এর পূর্বসূরি রিয়ালমি ওয়াচের বিক্রি শুরু হয়েছিল। ভারতে এই নতুন স্মার্টওয়াচের বিক্রি শীঘ্রই শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধুমাত্র কালো রংয়ে এই স্মার্টওয়াচ পাওয়া যাবে।

১.৪ ইঞ্চি ডিসপ্লের এই স্মার্টওয়াচে বাস্কেটবল, বক্সিং, নাচ, গলফ, পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটা, ইন্ডোর সাইক্লিং, বাইরে দৌড়োনো, টেবিল টেনিস এবং যোগা সহ ৯০টি স্পোর্টস মোড আছে। এতে ৩১৫ এমএএইচ ব্যাটারি আছে। একবার চার্জে এই স্মার্টওয়াচ ১২ দিন কাজ করবে বলে রিয়ালমির দাবি। ওয়াচ ২-কে চার্জ দেওয়ার জন্য ম্যাগনেটিক চার্জার দেবে রিয়ালমি। এই গ্যাজেট স্মার্ট লাইট, এসি, ব্লুটুথ স্পিকার, ইয়ারফোনের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। জল ও ধুলো প্রতিরোধের জন্য এতে আইপি৬৮ সার্টিফিকেশন আছে। তবে স্নান করার সময় বা সাঁতার কাটার সময় এই স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়েছে রিয়ালমি।

এই স্মার্টওয়াচে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপার সেন্সর রয়েছে। আছে স্লিপ মনিটর সেন্সরও। এছাড়া হাইড্রেশন রিমাইন্ডার, সেডেন্টারি রিমাইন্ডার, ক্যামেরা কন্ট্রোল এবং মেডিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্টও রয়েছে। কানেক্টিভিটির জন্য এতে ব্লুটুথ ৫.০ আছে। অ্যানড্রয়েডের ক্ষেত্রে অন্তত ৫.০ এবং আইওএসের ক্ষেত্রে অন্তত ১১.০ সিরিজের অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে, এমন গ্যাজেটের সঙ্গে কাজ করবে রিয়ালমি ওয়াচ ২।

গ্যালাক্সি এস২১ এফই

স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১ সিরিজে একটি নতুন মডেল যোগ হবে। গ্যালাক্সি এস২১ এফই নামে ওই ফোনটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে স্যামসাংয়ের ওয়েবসাইটে দেখা গিয়েছে। তবে দ্রুতই সেটি সরিয়ে নেওয়া হয়। এমনকি স্যামসাং এখনও এই বিষয়ে সরাসরি কিছু জানায়নি। এর আগে অবশ্য একাধিক টিপস্টার এই ফোন লঞ্চ হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই ফোনটির বিভিন্ন ফিচার গ্যালাক্সি এস২১ মডেলের থেকে উন্নত হবে। যেমন বেস মডেলের ডিসপ্লে ৬.২ ইঞ্চি হলেও এই নতুন ফোনের ডিসপ্লে হবে ৬.৪ ইঞ্চি। যদিও মাপের দিক থেকে ফোনটি ছোট হবে। এছাড়া এই ফোনে ৪,৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি থাকবে। গ্যালাক্সি এস২১ মডেলের ব্যাটারি ৪,০০০ এমএএইচ। তবে দুটি ফোনের অধিকাংশ ফিচারে মিল থাকবে।